গাংনীর বামন্দীতে সাংবাদিকের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি

মেহেরপুরের গাংনীর বামন্দী বাজারে পুলিশ ক্যাম্পের অদূরে সাংবাদিক নুহু বাঙ্গালীর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে।

বুধবার দুপুরে চোরেরা বাড়ির মুল ফটকের তালা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে। চোরেরা স্টীলের আলমারী ভেঙ্গে নগদ সাড়ে ১২ হাজার টাকা ও একটি স্যামসাং স্মার্ট ফোন চুরি করে পালিয়ে যায়।

নুহু বাঙ্গালী জানান, তিনি তার ক্লিনিকে ও মিসেস হুদা তার কমিউনিটি ক্লিনিকে কর্মরত ছিলেন। সবার অনুপস্থিতিতে চোরেরা এ ঘটনাটি ঘটিয়েছে।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, চুরির ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। ক্যাম্প পুলিশের মাধ্যমে খবর নিয়ে চোর সনাক্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

খুলনা বিভাগের সেরা মেহেরপুরের এসপি

মাদকদ্রব্য উদ্ধার, চোরাচালান, ওয়ারেন্ট তামিলসহ বিভিন্ন মানদণ্ড মূল্যায়নে খুলনা রেঞ্জের সেরা পুলিশ সুপার হিসেবে মেহেরপুরে পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি ১ম স্থান অর্জন করেছেন।

গতকাল সোমবার সকাল ১১টায় রেঞ্জের মাসিক জুম কনফারেন্সে এ ঘোষনা দেওয়া হয়। খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি ড. খঃ মহিদ উদ্দিন, বিপিএম (বার) এর সভাপতিত্বে অতিরিক্ত ডিআইজি (এ্যাডমিন এন্ড ফিন্যান্স) এ কে এম নাহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত ডিআইজি (অপারেশন এন্ড ক্রাইম) মোঃ নজরুল ইসলাম, বিপিএম, পিপিএম, খুলনা রেঞ্জের ১০ টি জেলার পুলিশ সুপারসহ সিআইডি ও পিবিআই এর পুলিশ সুপারগণ অংশগ্রহণ করেন।

রেঞ্জ মাসিক জুম কনফারেন্সে ১০ টি জেলার মাদকদ্রব্য উদ্ধার, চোরাচালান, ওয়ারেন্ট তামিল কুলুলেস মামলার তথ্য উদ্ঘাটনসহ গুরুত্বপূর্ণ মামলার নিষ্পত্তি ও খুলনা রেঞ্জের আইন-শৃংখলার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়।

পর্যালোচনায় ক্ষেত্রসমূহে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করায় পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স কর্তৃক প্রণীত অভিন্ন মানদন্ড মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় প্রথমবারেই খুলনা রেঞ্জের ১০ জেলার পুলিশ সুপারদের মধ্যে মেহেরপুর জেলার পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি ১ম স্থান অধিকার করেন। এসময় রেঞ্জ ডিআইজি মহোদয়ের পক্ষ থেকে পুলিশ সুপার, মেহেরপুরকে অভিনন্দন জানান।

এদিকে এ সাফল্য অর্জন করায় মেহেরপুরের পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি জেলার সকল পুলিশ সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি আইন-শৃংখলা রক্ষায় জেলা পুলিশকে সহযোগিতা করায় মেহেরপুরবাসীর প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

বেগমপুরের পারঘাটায় পুলিশের উপস্থিতিতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ! মুক্তিযোদ্ধাসহ আহত-৬

বেগমপুরের যদুপুর-পারঘাটায় পুলিশের উপস্থিতিতে জমিজমা মাফযোগের সময় রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। প্রতিপক্ষের হামলায় মুক্তিযোদ্ধাসহ ৬ জন আহত হয়েছে। আহতদেরকে উর্দ্ধার করে বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্রে নেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ উভয়পক্ষের ২ জনকে গ্রেফতার করেছে।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের যদুপুর-পারঘাটা গ্রামের হযরত আলীর ছেলে বীর মুক্তিযোদ্ধা সিদ্দিক আলী (বর্তমানে কুষ্টিয়ায় বসবাসরত) ও আজিজ খন্দকারের ছেলে আব্দুস সামাদের মধ্যে জমিজমার মাপযোগ নিয়ে এক বছর ধরে বিরোধ চলে আসছিলো।

সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বেগমপুর ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ এসআই আসলাম পারভেজের উপস্থিতিতে বিরোধপূর্ণ ওই জমি মাপযোগ করা হয়। মাপযোগে শেষে আমিন খাতাকলে হিসাব নিকাশের করছিলেন। এসময় আব্দুস সামাদ (৬৫) তার দু’ছেলে রকিব (২৭) ও আকিব (২৫) কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই লাঠিসোটা নিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা সিদ্দিক আলী
(৭০) ও তার দু’ছেলে আব্বাচ আলী (৪৫), রফিকুল ইসলামকে (৩৫) পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, কিছুক্ষণের মধ্যে বেগমপুর ক্যাম্প থেকে পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌছে লাটিচার্জ করে। এতে আব্দুস সামাদ ও তার দু’ছেলে রকিব এবং আকিব আহত হয়। আহতদের উদ্ধার করে বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্র নেয়া হয়। এঘটনায় পুলিশ আব্দুস সামাদ ও আব্বাচকে গ্রেফতার করেছে। বেগমপুর ক্যাম্প পুলিশের ইনচার্জ এসআই আসলাম পারভেজ বলেন, পুলিশের উপস্থিতিতেই মারামারি মেনে নেয়া যায় না। বাধ্য হয়ে পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে।

চাকরি দেয়ার নামে প্রতারণা: কুষ্টিয়ায় আটক-১

চাকরি দেয়ার নামে প্রতারণা করে টাকা আত্মসাতের অভিযোগে শেখ সেলিম আহম্মেদ রাজু (৩৮) নামের এক প্রতারককে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে।

সোমবার সকলে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হাটশ হরিপুর ইউনিয়নের বোয়ালদহ্ মোড় থেকে স্থানীয় জনতারা তাকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করে। শেখ সেলিম আহম্মেদ রাজু ময়মনসিংহের আটকোয়া মাদ্রাসাপাড়া এলাকার আব্দুল মজিদের ছেলে। সে তিন মাস ধরে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হাটশ হরিপুর ইউনিয়নের বোয়ালদহ্ মোড়ে একটি বাসা ভাড়া করে থাকতো।

এলাকাবাসী জানায়, শেখ সেলিম আহম্মেদ রাজু নিজেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চাকরি করে তার নিকট আত্মীয় পরিচয় দিত। সে তার মাধ্যমে চাকরী দেবে বলে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিতো।

মাঝে মাঝে দামি গাড়ি গাড়ি আসত তার ভাড়া বাড়িতে। চাকরি দেয়ার নামে প্রতারণার খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকাবাসী তাকে আটকে রেখে পুলিশে সোপর্দ করে।

বোয়ালদহ গ্রামের মৃত নওশের আলীর ছেলে চাঁদ জানান, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে আমার জামাইকে চাকরি পাইয়ে দেবে বলে এক লক্ষ টাকা নিয়েছিলো। কিন্তু চাকরি দিতে পারেনি। টাকা ফেরত চাইলেও তাও দিবো দিবো বলে আর ফেরত দেয়নি।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাব্বিরুল আলম জানান, প্রতারণার দায়ে হাটশ হরিপুরের জনতা তাকে আটক করে রেখেছিল। তার জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছিল। খবর পেয়ে আমরা তাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে এসেছে। এখন পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কেউ কোনো অভিযোগ দেয়নি বলেও জানান তিনি।

চুয়াডাঙ্গায় পরকীয়া করতে গিয়ে হাতেনাতে আটক সাইদুর রহমান

চুয়াডাঙ্গা সদরের হানুর বাড়াদি গ্রামের মাঝের পাড়া সোহেল রানার সহধর্মিনীর সাথে পরকীয়া করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা খেয়েছেন পাশের এলাকার শংকরচন্দ্র ইউনিয়নের শংকরচন্দ্র গ্রামের ঠাকুর পাড়া গ্রামের সাইদুর রহমান (৩০)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সাইদুর রহমান পিতা:হারুন-অর-রশিদ গ্রাম শংকরচন্দ্র ঠাকুরপাড় পেশায় একজন সাটারিং মিস্ত্রি তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ পাশের গ্রামের হানুর বাড়াদি গ্রামের সোহেল রানার বাড়িতে যাতায়াত করতেন।

রবিবার বেলা সাড়ে তিন ঘটিকার সময় টাকা পরিশোধ করার নাম করে আসে সাইদুর রহমান এবং সুযোগ বুঝে সোহেল রানার সহধর্মিনীর ঘরে প্রবেশ করে এসময় এলাকাবাসীরা সন্দেহ মনে হলে তার বাড়িতে প্রবেশ করে এবং তাদেরকে হাতেনাতে ধরে।

এলাকাবাসীরা জানায় সোহেল রানার বাড়িতে সাটারিং মিস্ত্রি সাইদুর রহমান দীর্ঘদিন যাবৎ যাতায়াত করছেন এরই প্রেক্ষিতে সোহেল রানা সহধর্মিণীর সাথে তার গড়ে ওঠে পরকীয়া সম্পর্ক। পরে স্থানীয় লোকজন পরকীয়া সম্পর্কিত অভিযুক্ত ব্যক্তি সাইদুর রহমান কে পুলিশে সোপর্দ করে।

আলমডাঙ্গায় মাল্টা-বাগানে গাঁজা চাষ, ব্যবসায়ী আটক

আলমডাঙ্গায় মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান চালিয়ে দু’টি গাঁজা গাছসহ জমির আলি (৫৭) নামে এক গাঁজাচাষীকে আটক করেছে পুলিশ।

রবিবার দুপুর ১ টার দিকে উপজেলার হারদি ইউনিয়নের কেশবপুর গ্রামের ডেমসারের মাঠের মধ্যে মালটা বাগান থেকে ২টি গাঁজা গাছ উদ্ধার করে পুলিশ। জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের কেশবপুর গ্রামের মৃত মইজউদ্দিনের ছেলে জমির উদ্দীন।

গত ১ বছর পূর্বে বাড়ির পাশের ডেমসারের মাঠের মধ্যে মালটা লেবুর চাষ শুরু করে। এ সুযোগে সে বাগানের মধ্যে গাঁজা গাছ চাষও শুরু করে। বাগানের মধ্যে ২ টি গাঁজা গাছ প্রায় ১০/১২ ফিট উচ্চতা।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানার এসআই খসরু আলম, এসআই জামাল, এসআই গাফ্ফার সঙ্গীয় ফোর্স মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে ডেমসারের মাঠের মধ্য থেকে ২ টি গাঁজা গাছসহ চাষীকে আটক করে।

এবিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ওসি ঢাকা আলমঙ্গীর কবির জানান, “গাঁজা বিক্রির উদ্দ্যেশে বাড়ির পাশের মাঠে মালটা লেবু বাগানের মধ্যে দু’টি গাঁজার গাছ লাগান জমির উদ্দিন । এরমধ্যে একটি গাঁজার গাছ ১০ ফিট ও আরেকটি ১২ ফিট উচ্চতা সম্পন্ন।

গাংনীতে ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার তেরাইল থেকে ৮০ পিস ইয়াবাসহ মিলন হোসেন
(৩০) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল।

রবিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তেরাইল ডিগ্রী কলেজপাড়া থেকে তাকে আটক করা হয়। মিলন হোসেন একই এলাকার কাবেল উদ্দিনের ছেলে।

জেলা ডিবি পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি মিলন নামের এক যুবক ইয়াবা বিক্রির উদ্দেশ্যে তেরাইল ডিগ্রী কলেজপাড়া এলাকায় অবস্থান করছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই (নিঃ) হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে এসআই (নিঃ) মাহাতাব উদ্দিন, এসআই (নিঃ) হেলাল উদ্দিন, এসআই (নিঃ) আহসান হাবীব ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে মিলন হোসেন কে ৮০ পিস ইয়াবাসহ আটক করে।

সে দীর্ঘদিন ধরে ফার্নিচার ব্যবসার আড়ালে মাদক ব্যবসা করে আসছিল। তার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

মেহেরপুরে প্রতিপক্ষের হামলায় চারজন জখম

মেহেরপুর সদর উপজেলার শুভরাজপুর গ্রামে রাস্তা তৈরি করাকে কেন্দ্র করে চারজনকে কুপিয়ে জখম করেছে প্রতিপক্ষরা।

শনিবার দুপুরে শুভরাজপুর গ্রামের তুফানের পোল্ট্রি ফার্মে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, শুভরাজপুর গ্রামের মৃত সুরমান আলীর ছেলে, শাহাদাত হোসেন (৫২), আতর আলীর ছেলে আহসান হাবিব (৪৫), ইমাজদ্দিনের ছেলে কুদ্দুস আলী (৬০), মৃত হান্নানের ছেলে জাকির হোসেন (৪৫)।

এদের মধ্যে শাহাদত হোসেনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, শুভরাজপুর গ্রামের মজনুর বাড়ির পাশ দিয়ে রাস্তা তৈরি করাকে কেন্দ্র করে জেলা পরিষদের সদস্য ইমতিয়াজ হোসেন মিরন, আশরাফুল মেম্বারের লোকজন দেশীয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে তাদের জখম করে।

হামলায় আহত আহসান হাবিব বলেন, আমাদের উপর হামলা করেছে মিরন গ্রুপের লোকজন। গ্রামে তারা রাস্তা তৈরী করছে। রাস্তা তৈরিতে মজনু নামের একজনের বাড়িতে বাধা পড়ছে। তাদের কথা বাড়ি ভেঙ্গে রাস্তা তৈরি করা হবে। বাড়ি ভাঙ্গার ক্ষতিপূরণ বা অন্যত্র সরে যেতে সময় কোনটাই তারা দিতে নারাজ। আজকে এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা।একারণে আমরা তুফানের পোল্ট্রি ফার্মে বসেছিলাম হঠাৎ তারা ফার্মে এসে আমাদের উপর হামলা চালায়।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিস্থিতি বর্তমানে শান্ত রয়েছে। এখনো পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কুষ্টিয়ায় এনআইডি জালিয়াতি: অফিস সহকারী কারাগারে

জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) জালিয়াতির মামলায় গ্রেপ্তার কুষ্টিয়া নির্বাচন অফিসের সাবেক অফিস সহকারী আনিসুর রহমান আনিসকে শুক্রবার কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) তাকে গত বৃহস্পতিবার বেলা ৩টার দিকে পাবনা থেকে গ্রেপ্তার করে কুষ্টিয়া আনে।

শুক্রবার দুপুরে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়ার পর তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল আদালতের বিচারক। কুষ্টিয়া শহরের বাসিন্দা এম এম এ ওয়াদুদ ও তার পরিবারের সদস্যদের নাম ও তথ্য দিয়ে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করেছিল একটি চক্র। উদ্দেশ্য ছিল এনএস রোডে এম এম এ ওয়াদুদের শতকোটি টাকার সম্পত্তি (বাড়িসহ জমি) আত্মসাৎ। এর অংশ হিসেবে তারা জাতীয় পরিচয়পত্র জালিয়াতি করে ছয়জনকে মালিক সাজান। ওই সম্পত্তি বিক্রিও করে দেন। জালিয়াতির বিষয়টি ধরা পড়লে গত বছরের ৩ সেপ্টেম্বর প্রথমে মামলা হয় জেলার কয়েকজন রাজনীতিবিদসহ ১৮ জনের নামে। আলোচিত এ ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে চিহ্নিত ব্যবসায়ী মহিবুল, যুবলীগ নেতা আশরাফুজ্জামান সুজনসহ সাতজন কারাগারে আছেন। তাদের বিচার চলছে। পরে জালিয়াতিতে যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়ায় এক উপসচিবসহ পাঁচজন নির্বাচন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আরেকটি মামলা হয়।

গত ৪ মার্চ কুষ্টিয়া মডেল থানায় মামলাটি করেন জেলার জ্যেষ্ঠ নির্বাচন কর্মকর্তা আনিসুর রহমান। সেই মামলার আসামিদের মধ্যে আছেন ঢাকার নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের উপসচিব নওয়াবুল ইসলাম, ফরিদপুরের অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান, মাগুরা সদরের উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা অমিত কুমার দাস এবং কুষ্টিয়া নির্বাচন অফিস সহকারী জি এম সাদিক সত্যবাদী। ঘটনার সময় তারা সবাই কুষ্টিয়ায় কর্মরত ছিলেন। এ ঘটনায় একই দিন কুমারখালী থানায় করা আরেক মামলায় আসামি করা হয় কুষ্টিয়া সদরের নির্বাচন কর্মকর্তা সামিউল ইসলামকে। ঘটনার সময় তিনি কুমারখালী উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা থাকায় ওই থানায় মামলাটি করা হয়। ওই সময় কুষ্টিয়া নির্বাচন অফিসে অফিস সহকারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন আনিসুর রহমান আনিস এবং জালিয়াতিতে তার সম্পৃক্ত থাকার প্রমাণ পায় মামলার তদন্ত সংস্থা সিআইডি। সিআইডির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল হোসেন বলেন, জালিয়াতিতে আনিসের যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়ার পরপরই বৃহস্পতিবার পাবনা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি পাবনা নির্বাচন অফিসের অফিস সহকারী। জবানবন্দিতে জালিয়াতিতে তিনিসহ অন্যদের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন আনিস। বিষয়টি মামলার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন সিআইডির কর্মকর্তা আবুল হোসেন। তিনি বলেন, এই আসামিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনেরও একটি মামলা চলছে।

দর্শনা থানা পুলিশের পৃথক অভিযানে গাঁজা সহ ৪জন গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশ পৃথক ভাবে মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ১০ কেজি গাঁজা সহ ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে। শুক্রবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গা জাহিদুল ইসলাম এর দিক নির্দেশনায় দর্শনা থানার ওসি মোঃ মাহাব্বুর রহমান কাজল নেতৃত্বে এসআই খান আঃ রহমান,এসআই আলমগীর হোসেন, এসআই শিহাব উদ্দিন, এসআই সুমন্ত বিশ্বাস, এএসআই ইদ্রিস, এএসআই আনোয়ারুল এবং সঙ্গীয় ফোর্স সহ দর্শনা থানাধীন ঝাঝাডাঙ্গা জামে মসজিদ এর সন্নিকটে এবং মেমনগর পশ্চিম পাড়ায় পৃথক পৃথক অভিযান চালিয়ে ১০(দশ) কেজি ২৫০ গ্রাম গাঁজা সহ মোট ০৪ (চার) জন আসামি গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত আসামীরা হলেন ঝাঝাডাঙ্গা (উত্তর পাড়া) গ্রামের মৃত সাইদুর রহমান এর ছেলে মোঃ সবুজ হোসেন (২২), রামনগর (বাগদী পাড়ার) স্বামী মোঃ মজুন স্ত্রী মোছাঃ আলোকা খাতুন লাইলি (২৮), মেমনগর পশ্চিম পাড়া গ্রামের মৃত রব্বুল মালিক এর ছেলে মোঃ মোক্তার হোসেন (৪০) একই এলাকার আব্দুল লতিফের ছেলে মোঃ আব্দুল কালম (৪২)।

পুলিশ আরও জানায় উভয়ই চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার বাসিন্দা এবং গ্রেফতার আসামীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।